বিষয়ঃ উত্তম চর্চা (Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন।

উত্তম চর্চার শিরোনামঃ

(১) সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন অফিস প্রাঙ্গন তৈরী

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- অফিসকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা অনেকটা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরদের মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। অফিসের মধ্যে এমন কিছু স্থান রয়েছে যেমন- নামাযের স্থান, ওযু খানা, খাবার টেবিল, বাথরুম, করিডোর, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আত্যাবশ্যক। ইসলাম ধর্মে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হযরত আবু মালেক আশআরি (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেন, 'পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'। উক্ত হাদীসের মর্ম অনুধাবন করে এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য অফিসের বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা শেওলা এবং ছত্রাক, গজিয়ে ওঠা ছোট বড় আগাছা পরিস্কার করে অফিসকে সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন করা সম্ভব হয়। এছাড়াও অফিসের ফাইল পত্র সুসজ্জিতভাবে আলমারীতে রাখা, আসবাব পত্র ও আলমারীর শেলফে জমে থাকা ধূলাবালি পরিস্কার করাসহ বৃক্ষরোপন কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(২) মহামারির সংক্রমন রোধে গৃহিত কার্যক্রম

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- কোভিড-১৯ সংক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পালনের জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এসকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : সার্বক্ষনিক মাস্ক ব্যবহার করা, নিয়মিত হ্যান্ড স্যানিটারাইজ দ্বারা হাত পরিষ্কার করা, অফিসের প্রবেশ পথে জীবাণুনাশক টানেল (Disinfection tunnel) স্থাপন ইত্যাদি।

(৩) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহন

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিস কক্ষে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে অফিস ছুটির সময় ও বন্ধের দিনে এসি, ফ্যান, লাইট, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস ইত্যাদি সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বন্ধ রাখা এবং তা নিশ্চিত করনের লক্ষে কর্মকর্তাগণ যথারীতি সচেতন রয়েছেন অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে তদারকি করা হয়ে থাকে। যার ফলে অত্র অফিসের বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।

(৪ (সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- সোস্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের আধুনিক জীবনে এক নতুন বাস্তবতা। ইন্টারনেটের কল্যাণে সামাজিক যোগাযোগের মাত্রা অতীতের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে। সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলো মানবীয় যোগাযোগের সর্বাধুনিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি তথ্য, মতামত, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি আদানপ্রদান করতে পারে।- ইসলামিক ফাউন্ডেশন সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ সাধন করে থাকে। চাঁদ দেখা সংক্রান্ত খবর প্রকাশ এবং জাতীয় গুরুত্ব পূর্ণ কার্যক্রমের ভিডিও চিত্র প্রচার উল্লেখযোগ্য কার্যাদির মধ্যে অন্যতম।

(৫) জুম মিটিং এবং ওয়েবিনার-এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন

উত্তম চর্চার বিবরণঃ জুম মিটিং এবং ওয়েবিনার যোগাযোগ স্থাপনের একটি অন্যতম মাধ্যম। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ৫২টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং প্রধান কার্যালয় থেকে মহাপরিচালক মহোদয় একসাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও প্রতিটি সরকারি দপ্তর সমূহে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যও জুম মিটিং এবং ওয়েবিনার ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৬ (অভিযোগ বক্স চালু করণ

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা)Grievance Redress System) সংক্ষেপে **জিআরএস**)GRS), মূলত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। এটি চালুকরণের মাধ্যমে মানুষ তাদের পরামর্শ কোন সেবা বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে জানান দিতে ,মতামত ,পারছে যাতে উক্ত

প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সেবার ভুলগুলো শোধরানোর সুযোগ তৈরী হয়ে সেবাটি মানুষের কাছে আরও সুন্দর করে মানুষের কাছে পৌঁছানো সহজতর হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন উক্ত কার্যক্রম কে অনুধাবন করে প্রধান কার্যালয়ের ২য় তলায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা)Grievance Redress System) সম্পর্কিত একটি বক্স স্থাপন করেছে, যার মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে জনগন তাদের পরামর্শকোন সেবা বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞ ,মতামত ,তা প্রদান করতে পারছে।

(৭ (**ওয়েব সাইট হালনাগাদ করণ**

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণ সকল সুবিধা তাদের হাতের নাগালের মাঝে পেয়ে যাচ্ছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ওয়েবসাইট গুরুত্তপুর্ন ভূমিকা পালন করছে। ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যাবতীয় তথ্য বিশ্বের সকল প্রান্ত হতে সকল মানুষ সহজেই জানতে পারছে।

(৮) কল সেন্টারের মাধ্যমে ইসলামিক তথ্য সেবা প্রদান

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের এই সমুন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেল ফোনের মাধ্যমে ইসলামিক তথ্য সেবা প্রদানের জন্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করেছে। উক্ত ৪টি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডশন কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞ আলেমগণের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে থাকে।

(৯) ইমামদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম একটি বিভাগ। ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর ও সিলেট বিভাগের ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মসজিদের সম্মানীত ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দানের পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়ে ইমামদের প্রশিক্ষিত করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কাজ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

(১০ (**প্রেস রিলিজ তৈরী করণ**

উত্তম চর্চার বিবরণঃ- সংবাদ প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হিজরি সনের চাদঁ দেখার সংবাদ, নামাজ ও ইফতারের সময়সূচি, ফিতরা ও ইসলামি পর্বের তালিকা, জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসসমূহ ও অন্যান্য জাতীয় জনকল্যাণমূলক বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে।

(১১) **সিডিউল ও পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন**

উত্তম চর্চার বিবরণঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের ৬৪ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে আসছে। উক্ত কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করে থাকেন। এছাড়াও দেশের ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের আওতাধীন জেলাসমূহ পরিদর্শন করে থাকেন।

(১২) **যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়া এবং অফিস শেষ হওয়ার পূর্বে অফিস ত্যাগ না করা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা প্রর্বতন**

উত্তম চর্চার বিবরণঃ যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত থাকা উত্তম চর্চার অন্যতম অংশ । অফিসের নির্ধারিত সময় ৯.০০ টায় অফিসে প্রবেশ এবং ৫:০০ টায় অফিস ত্যাগ। এই সময় ব্যাতিত কোনো জরূরী প্রয়োজনে যেতে হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁর উর্ধতন কর্মকর্তাকে অবহিত করে এবং অফিসের প্রটোকলসমূহ অনুসরণ করে অফিস ত্যাগ করেন। এছাড়াও যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়া এবং অফিস শেষ হওয়ার পূর্বে অফিস ত্যাগ না করা নিশ্চিতকরণে সম্প্রতি ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা প্রর্বতন করা হয়েছে।

(১২)**মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার কেন্দ্র এবং মসজিদ পাঠাগার পরিদর্শন**

উত্তম চর্চার বিবরণঃ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় মসজিদের ইমামগণ মসজিদে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কে বাংলা, অংক , ইংরেজী , আরবী , নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করছেন । দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত স্থানে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও কোর্স সম্পন্ন কারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। সমাজের জনগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বঙ্গানুবাদসহ ইসলামী পুস্তকের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদ পাঠাগার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে উক্ত কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

(১৩) **মনিহারি দ্রব্যাদির ব্যাবহারে পরিমিতি প্রদর্শন করা**

উত্তম চর্চার বিবরণঃ মনিহারি দ্রব্যাদির পরিমিত ব্যাবহার উত্তম চর্চার অন্যতম অংশ। মনিহারি দ্রব্যাদি যেমন পেজ, কলম, পেন্সিল, স্ট্যাপলার মেশিন, ফাইল কভারসমূহ ইত্যাদি পরিমিত ব্যাবহার করা এবং কোনো দ্রব্যাদি যেন অপচয় না হয় সে দিকে খেয়াল রাখার জন্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

(১৪) অফিসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিসি ক্যামেরা স্থাপন

উত্তম চর্চার বিবরণঃ অফিসে সার্বক্ষণিক নজরদারী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স-এ সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলে ভিডিও ফুটেজ দেখে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনামঃ

(১) সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন অফিস প্রাঙ্গন তৈরী

(২) ইমামদেরকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি

(৩) কল সেন্টারের মাধ্যমে ইসলামিক তথ্য সেবা প্রদান

(৪) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহন

(৫) সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান

(৬) ওয়েবসাইট হালনাগাদ করন

(৭) প্রেস রিলিজ তৈরী করণ ।

(৮) অভিযোগ বক্স চালু করণ ।

(৯) ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন

(১০) সিডিউল ও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন।

(১১) যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়া এবং অফিস শেষ হওয়ার পূর্বে অফিস ত্যাগ না করা।

(১২) মসজিদ পাঠাগার এবং মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন।

(১৩) মনিহারি দ্রব্যাদির ব্যাবহারে পরিমিতি প্রদর্শন করা।

(১৪) অফিসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিসি ক্যামেরা স্থাপন